প্রতিবন্ধীদের দাবি উত্থাপিত

ঘৃণা সৃষ্টি করুন সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধেই: বিমান বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর- লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও ভাড়ায় ছাড় দিতে হবে প্রতিবন্ধীদের। বৃহস্পতিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়ে হাজার হাজার প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষ এবিষয়ে সোচ্চার দাবি জানালেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে এদিন উপস্থিত হয়ে অভিনন্দন জানান বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তিনি বলেন, শ্রেণী বৈষম্যের এই সমাজে শোষণ, বঞ্চনাসহ নানা প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। সেই লড়াইটা আমাদের সকলকেই একযোগে লড়তে হবে। বিমান বসু যুদ্ধ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার কথা বলেন। তিনি বলেন, সামাজিক ক্ষেত্রে এইসব অসন্তোষ শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্বিষহ কষ্ট ডেকে আনে। মানুষ ক্ষত-বিক্ষত হন। কতো মানুষ নতুন করে বিকলাঙ্গ হয়ে যান। তাই যারা এই সন্ত্রাসের রাজনীতি করে সাধারণ মানুষের জীবনে অস্থিরতা ডেকে এনেছে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সংগঠিত করতে হবে। এটাই হোক অসুস্থ রাজনীতির

সম্মিলনীর সভাপতি ও রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল সাধন গুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী ওয়াসিম কাপুর, লেখক আজিজুল হক, সাঁতারু মাসুদুর রহমান এবং পাইলট গৌতম লুইস। গৌতম লুইস হলেন একজন প্রতিবন্ধী যুবক ও দক্ষ বিমান চালক। তিনি ভারত সরকারের পক্ষে বিশ্ব উষ্ণায়নবিরোধী আন্দোলনের রাষ্ট্রদূত। সমাবেশ মঞ্চেই গৌতম লুইস ও মাসুদুরকে অভিনন্দন জানান বিমান বসু। সমাবেশ মঞ্চে আজিজুল হক ও সম্মিলনীর অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শৈলেন চৌধুরীও বক্তব্য রাখেন। উভয়েই বলেন, প্রতিবন্ধী মানুষরা কোন দয়া বা অনুকম্পা চান না। চান নিজেদের দাবির প্রতি মর্যাদার স্বীকৃতি। পরে সমাবেশ মঞ্চ থেকে নেতৃস্থানীয় এক প্রতিনিধিদল পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে সাংগঠনিক দাবি নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন।

এদিন কলকাতা সহ রাজ্যের জেলায় জেলায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠান হয়। বিকালে কলকাতায় রবীন্দ্র

বিরুদ্ধে প্রচার ও জোরালো প্রতিবাদ।

উল্লেখ্য, এদিন সমাবেশের মূল দাবি ছিল প্রতিটি প্রতিবন্ধী মানুষকে সহযোগীসহ লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলাচলের জন্য দৈনিক ও মাসিক টিকিটে আংশিক ভাড়া ছাড় দিতে হবে। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, বাসস্থানের ক্ষেত্রে আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। সভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্যের ক্রীড়া ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, প্রতিবন্ধী মানুষের পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কোনো রাজ্য সরকারেরই একার পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান দিয়ে তিনি বলেন, এপর্যন্ত রাজ্য সরকার ১০৩টি প্রতিবন্ধী স্কুল পরিচালন করছে। আরো ৩০০টি করতে হবে। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে থাকা ১৪২ টি স্কুলের হাল এমনই যে তা যে কোনোদিন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। কেন? প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য এই ব্যয়ভার নেওয়া কি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এমনই অসাধ্য ?

এদিন এই সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী

সদনে রাজ্য সরকারের পক্ষে এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের শিশুবিকাশ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব বিনচেন টেম্পো।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি, এঁদের কল্যাণে নিযুক্ত সংস্থা, প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগকর্তাদের। সব মিলিয়ে এরকম পুরস্কার দেওয়া হয় ৩২টি। এদের মধ্যে রয়েছেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীসহ ব্রেইল অক্ষরে সাক্ষরতাসম্পন্ন শিশু, ছাত্র ও কর্মজীবী। কান্তি গাঙ্গুলি এই অনুষ্ঠানে দাবি করেন প্রতিবন্ধীদের স্বার্থবাহী আইনের সংশোধন। তিনি সকল প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সারা দেশে গ্রাহ্য এমন পরিচয়পত্র চালু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। এজন্য নির্বাচন কমিশনের সংগৃহীত তথ্যকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি।

Close

Print